নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(২০)

এদিকে বিবেকানন্দ, মথুরবাবু এবং গিরীশ ঘোষ ইত্যাদির বৈঠক বসেছে। সানাইয়ের সুর একভাবে বেজে চলেছে। নীচের তলায় ছোট ছেলে-মেয়েরা তারই তালে নৃত্যছন্দে গেয়ে চলেছে— ''তোর পূজা মা কেমন করে করি? শিখিয়ে তোর পূজার রীতিনীতি, দেমা মনে ভক্তি প্রীতি; মোদের ছোট হাতে, কেমন করে, ধরব চরণ-তোরই; তোর পূজা মা, কেমন করে করি?''

গিরীশ ঘোষ কথা তুলে বললেন — ''সত্যিই তাই, তোর পূজা মা কেমন করে করি? মা যদি স্বয়ং এসে ছেলের হাত ধরে পূজা মণ্ডপে নিয়ে যান তবেই ছেলে যেতে পারে, নইলে অচেনা পথে যাবে কেমন করে?''

বিবেকানন্দ উত্তর দিয়ে বললেন— ''সৃষ্টির মাঝে সব জিনিষই ভগবান সাজিয়ে রেখেছেন। যখন যা দরকার, ভগবানই তা হাতে তুলে দেবেন, মানুষের উদ্যমও সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠবে। তিনি তো স্বয়ং এসেছেন। কিন্তু কই? কজন আমরা এখানে এসে তাঁর পূজা করতে পারি?''

গিরীশ ঘোষ বললেন, ''আমিও তো ঐ কথাই বলছি তিনি স্বয়ং এসে পূজা না নিলে কেমন করে তাঁর পূজা করতে পারি? ভক্তি করতে পারি? মনের মাঝে তাঁকে ভর্ত্তি না করতে পারলে ভক্তিভাব আসতে পারে না; অভিনেতা স্বয়ং না এলে, অভিনয় করবে কে? আমাকে লোকে ভাল অভিনেতা বলে, কিন্তু সেকি আমাকেই বলে? আমার মাঝে যে শক্তির উদয় হয়, সেই শক্তিটাকে লোকে বাহবা দেয়— প্রভুর অঙ্গে মায়ের পূর্ণশক্তি ভর করে আছেন, তাই তিনি সর্বদা মায়ের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কইতে ভালবাসেন— প্রিয় হতে প্রিয়তর জিনিষ, মানুষ যদি পেতে থাকে তবে প্রিয়বস্তু কি অপ্রিয় হয়ে উঠবে না? মাছ পেয়ে, শাক দিয়ে কে ভাত খায়?''

কথার উত্তরে বিবেকানন্দ বললেন— ''সেই প্রিয়তম জিনিষ পেতে হলে মানুষকে হাত বাড়াতে হবে, হাত গুটিয়ে জগন্নাথ ঠাকুর হয়ে বসে থাকলে তো, যে যা দেবে তাই নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হবে, মাথায় ঘোল ঢাললেও চুপ, আবার দুধ ঢাললেও তাই।''

গিরীশ ঘোষ উত্তর দিলেন — ''আরে তা হলে তো হয়েই গেল মানুষের সব বস্তুই যখন প্রিয় হয়ে উঠলো, তখনই আমাদের এই প্রভুর মত অভেদ হয়ে গেল। গুহক চণ্ডালও যা, বিশ্বামিত্রও আবার তাই হয়ে গেল। সকলকে আমরা যদি দেবতার আসনে বসাতে পারি, সমস্ত জীবকেই শিবের মত পূজা করতে পারি, তা হলেই তো আমরা আর মাটির মানুষ রইলাম না— পাষাণ দেবতাকে কি গলান যায়? কোনো আঁচড় কাটা যায়? তখনই তো তিনি নিষ্ক্রিয়। যখন যেখানে যাবে, তখনই সে তারই আকার ধারণ করবে। দেখতে পাওনা? প্রভুদেব যাঁর সঙ্গে যখনই মেশেন, তাঁরই মনের কথা টেনে বলেন? মনের মানুষ পেলে, কে'না এ জগতে প্রিয়ভাবে বাস করতে পারে? পাথরের দেবতা না হলে, তিনি কি ঐ পাষাণ প্রতিমাকে এত ভালবাসতে পারেন?''

মথুরবাবু প্রশ্ন করলেন— ''মানুষ যখন দেবতা হল, তখন তো সব জীবের মাঝে সেই শিবকেই তো দেখবে? তাই যদি হয়, তবে শিবকে আবার উপদেশ দেন কেন? সবারই মাঝে যদি সেই দেবতার শক্তিই কর্ম্ম করে যাচ্ছে, তবে সেই দেবতার কাছে ভিক্ষা করেন কেন? খেতে চান কেন? জিলিপী চান কেন?''

কথার উত্তরে গিরীশ বাবু বললেন— ''এ আপনার অতি জটিল প্রশ্ন কুমার সাহেব— প্রভুদেবের মুখে শুনেছেন—মা ভবতারিণী তাঁর কাছে পূজার নৈবেদ্য ও ভোগ কেড়ে কেড়ে খান, কিন্তু আমাদের কাছে তা খান না; সমস্ত দিনরাত আরাধনা করলেও নয়; যাঁরা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বাস করেন, তাঁরা তাঁদের প্রিয় মানুষটিকে বাছাই করে নেন, তাদেরই সঙ্গে বাস করেন— তাদেরই কাছে খেতে চান বা ভিক্ষা চান। প্রিয় না হলে প্রিয়তমের কথা কইতে পারে না। যৌবন না জাগলে বিবাহ মিলন হয় না— সেইজন্য কথাতেই আছে প্রিয়ার হাতে সবই প্রিয়। রাখাল বালকেরা কৃষ্ণকে এঁটো ফল খাওয়ায়, কৃষ্ণ তাই অম্লানবদনে খেয়ে যান। ভক্তের কাছে ভগবান স্বয়ং সারথি হয়ে কাজ করেন। দুর্য্যোধনের অতুল ঐশ্বর্য্যকে আবার ধূলোর মতই মাড়িয়ে যান— তাই বলছি ওসব অতি জটিল প্রশ্ন। ওসবের পূর্ণ মীমাংসা এক প্রভুদেবই দিতে পারেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে যা ধারে পেয়েছি, তাই সবাইকে ধার দিতে পারি নইলে আমাদের কোন মূলধন নেই''—

মথুরবাবু মুগ্ধ হয়ে গিরীশবাবুকে জবাব দিলেন— ''আপনার কথাবার্ত্তাগুলি ধার করা হলেও মনে হয় যেন, নিজেরই— ওঁর প্রতি আপনার অটুট বিশ্বাসেই বোধ হয় এই রকম মূলধনের যোগাড় হয়েছে। যাইহোক, এখন যাঁর কাছে আমরা আসি, তিনি তো অনেকক্ষণ ধরেই উধাও হয়েছেন, প্রায় তিন ঘন্টা অতীত হতে চলল, তিনি শৌচে বেরিয়েছেন, কিন্তু এখনও তিনি মন্দিরে ফেরেন নি দেখে, রাণীমা ও সারদা মা উৎকণ্ঠিত হয়েছেন—তাঁর একটু খোঁজ করবেন কি?''

সেই মুহূর্ত্তে রামকৃষ্ণদেব তাঁদের মাঝে এসে উত্তর দিলেন— ''আরে! মায়ের আবার কে খোঁজ নিতে পারে? মা-ই সবার খোঁজ নিয়ে বেড়ায়—শৌচে বেরিয়েছি সেখানেও মা গিয়ে হাজির! বলতো নরেন, আমি কি কচি ছেলে—যে পথ হারিয়ে ফেলবো? মা নিজেই জানে যে, তাকে দেখলে আমি সবই ভুলে যাই, তবু মাঠে যেতেও হবে, আবার তারই পূজায় দেরী করতে হবে, কী করব?

মা যদি নিজের সময়কেও অসময় করে দেয়, তবে আমি কি করতে পারি? চল্‌চল্‌ সব মন্দিরে চল— সানাইয়ের সুরও ঢিমে তেতালায় বাজছে— অনেকক্ষণ ধরে বেজে বেজে সবই যেন বাজে ডাকা মনে হচ্ছে। বাঁশীর ডাকে কেবল রাধাই জাগে, জটীলা কুটীলা ঘুমায় আগে।''

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল রাণী রাসমণি জোড়হাত করে সেখানে প্রবেশ করে সেই রাধার মতই বলে উঠলেন— ''আজ অনেক দেরী হয়ে গেল—ভক্তের ডাকও মাঝে মাঝে বোধ হয় ভগবানের কানে প্রবেশ করে না— আসুন আপনারা সকলেই মন্দিরে আসুন।''

...ক্রমশঃ